পূর্ব ভারতে আজ ঘরে ঘরে কোজাগরী লক্ষ্মীর আরাধনা

জহর সরকার

আজ বাংলার ঘরে ঘরে ধনদেবী লক্ষ্মীর আরাধনা। আর অসম, ওড়িশা ও ত্রিপুরা নিয়ে গঠিত পূর্বাঞ্চলে কোজাগরী পূর্ণিমা নামে পরিচিত। পূর্বাঞ্চলে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে লক্ষ্মীকে আহ্বান করা হয়। সেখানে উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে একটু পরে, অন্ধকার রাতে, কার্তিক মাসের অমাবস্যাতে দীপাবলি হিসাবে লক্ষ্মী পূজার জন্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। দক্ষিণে কয়েকদিন আগেই নবরাত্রি পালন অর্থাৎ ৯টি রাতের মধ্যে ৩টিতে লক্ষ্মীর পূজা করার ঐতিহ্য রয়েছে। কয়েক সহস্রাব্দ ধরে ভারতে ঐক্যের মধ্যে এভাবেই বৈচিত্র্যের বিকাশ ঘটে চলেছে।

বাংলা এবং পূর্বাঞ্চলে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা একই বিশাল প্যান্ডেলে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সম্প্রতি দুর্গা পূজা এবং বিজয়া দশমী সবেমাত্র জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে। দুর্গার পরিবার এবং মহিষাসুরের জন্য নির্মিত বিশাল মঞ্চের একটি ভগ্নাংশ দখল করে লক্ষ্মী কিছুটা একাকী এবং নিঃসঙ্গ ভাবেই পূজিত হন। পূর্বাঞ্চলে যেখানে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের কাছে ও তুলনামূলকভাবে ধীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভক্তকূল লক্ষ্মীর আরাধনায় ব্রতী হন সমৃদ্ধির আশায়।

তবে বাঙালি এবং পূর্বাঞ্চলীয়রা তাঁদের নিজেদের পরিবারে তার আরাধনায় যথেষ্ট ভক্তি দেখিয়ে থাকেন। প্যান্ডেলের পুজোর চেয়ে বাড়িতে উৎসাহ বেশি। মহিলা এবং পুরুষরা তাঁদের বাড়িতে লক্ষ্মীকে স্বাগত জানাতে এবং তার ঐশ্বরিক আশীর্বাদ পেতে এদিন তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নেন। বাড়ির মহিলারা সাদা বা লাল রঙে পায়ের ছাপ আঁকেন – ছোট পায়ের জোড়া, যা তরঙ্গায়িত ধানের শিষের পাশাপাশি শৈল্পিক সুষমায় ফুটিয়ে তোলা হয়। এর একটাই উদ্দেশ্য তাহল রাতে লক্ষ্মী এই পথ ধরেই তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করবেন। লক্ষ্মী পূজার সময়, লক্ষ্মীর এই পায়ের জোড়া আঁকা বাধ্যতামূলক। কারণ সম্পদের দেবীর প্রতীক হিসেবে এই পায়ের জোড়ার পাশে থাকে ধানের শিষের ছড়া। তাই আপনি পায়ের ধাপের প্যাটার্নটি পুরো বাড়িতে টানা দেখতে পাবেন, এমনকি সিঁড়িটিও রেহাই পাবে না।

চালের গুঁড়োর সাদা পেস্ট দিয়ে ফুলের নকশার এই আলপনা শিল্পটি বাংলার মহিলাদের মধ্যে একটি শুভ ঐতিহ্য এবং একটি শৈল্পিক অনুশীলনের বহিঃপ্রকাশ। যা কোলাম, রঙ্গোলি আরিপানা এবং মান্দনার সমগোত্রীয়।

মজার বিষয় হল, আধুনিক সময়ে, আল্পনাকে ধীরে ধীরে তার আচারিক প্রেক্ষাপট থেকে বের করে আনা হয়েছে এবং আরও ধর্মনিরপেক্ষ অনুভূতি দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে রাস্তার শিল্প হিসেবে। আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা নির্মিত বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে ঋতু উৎসবের সময় বিস্তৃত আলপনা আঁকা দেখতে পাবেন। কয়েক বছর আগে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় বিভিন্ন উৎসবের সময় রাস্তার ওপর আঁকা বেশ কয়েক কিলোমিটার জুড়ে তৈরি বিশাল আল্পনাগুলির ছবি। তবে এই বৃহৎ আলপনাগুলি সবসময় সাদা রঙেই আঁকা হয়। কিন্তু আধুনিক সময়ে, এটি রঙিন রঙ্গোলি দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তাই আধুনিক পেইন্ট এবং পেইন্ট ব্রাশের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

বাংলার লক্ষ্মী একটি পদ্মের ওপর উপবিষ্ট, কোলে তার সম্পদের ঝাঁপি। ভারতের অন্যান্য অংশের মতো তিনি দুটি হাতি দ্বারা স্নান করা অবস্থায় দাঁড়ানো অবস্থায় নেই। লক্ষ্মী পূজার দিন, দুটি মাঙ্গলিক কলস বা কলস ওপরে নারকেল দিয়ে আচ্ছাদিত একটি শুভ হিন্দু ঐতিহ্য হিসাবে বাড়ির প্রবেশদ্বারে স্থাপন করা হয়।

অনেক জায়গায়, একটি মিষ্টি পুডিং তৈরি করা হয় যা একটি পবিত্র নৈবেদ্য হিসাবে উজ্জ্বল চাঁদের নীচে রাখা হয়। পরে তা পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে ভাগ করা হয়। বিশেষ নিরামিষ খিচুড়ি এবং সাধারণ ভাজা সবজি তৈরি করা হয়। এর পাশাপাশি থাকে শুকনো মিষ্টি যেমন তালের বড়া, নারকেল ও গুড়ের নাড়ু, চিঁড়ের মোয়া, সহ তিলের নাড়ু অন্যতম।

এগুলির সঙ্গে তাজা ফল দেবীকে নিবেদন করা হয়। এরপর লক্ষ্মীর পাঁচালী শোনার জন্য পরিবারের সকলে মায়ের চারপাশে জড়ো হন। যা এককথায় বলতে গেলে দেবীর প্রার্থনার গান। যদিও দুঃখের বিষয় এই আচারগুলি আজকাল আমাদের এই সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

https://asthabangla.com/kojagari-lakshmi-is-worshiped-from-house-to-house-today-in-east-india/